বাল্যবিবাহের ২১ ক্ষতি থেকে মুক্তি পেল অনিতা

বয়স ১৪ নবম শেণীতে পড়ে লেখাপড়ায় বেশ ভালো দেখতে সুন্দর নরম স্বভাবের মেয়ে অনিতা রানী । নীলফামারী জেলার পলাশবাড়ী ইউনিয়নের ভবনকুড়ী গ্রামের মনমোহন রায় ও শোভা রাণী তার বাবা মা। এক ভাই দুই বোনের মধ্যে বড় অনিতা। বাবা দিনমজুর। সংসারের অভাব থাকলেও পিতামাতা ২ মেয়েকে স্কুলে পঠায়। অনিতার ছোট বোন অষ্টম শ্রেণীতে পড়ে। বাবা মা দু জনেই চিন্তাগ্রস্ত কিভাবে দুই মেয়েকে বিয়ে দিবেন। বিভিন্ন লোকের মুখে বিভিন্ন কথা চলছে, ২ মেয়ের বয়স পাশাপাশি বাড়ছে। বিয়ের অনেক প্রস্তাব আসে, তারা প্রস্তাবে রাজী হন না। দুই মেয়ে একসাথে বড় হওয়াতে হতাশাগ্রস্ত পিতা মাতা। এ অবস্থায় তারা নিজেদের থামিয়ে রাখতে পারে নাই। মার্চের প্রথম সপ্তাহে ঘটক অনিতার বিয়ের প্রস্তাব নিয়ে আসলে বাবা মা প্রস্তাবে রাজী হয়। উভয় পক্ষই দিন তারিখ ঠিক করার জন্য বসবে বলে সিদ্ধান্ত হয়। এমনি সময়ই জানতে পারেন সিএসও প্রতিনিধি সফিকুল ইসলাম ও কনিকা রানী । তারা অনিতার বাবা মাকে বাল্যবিবাহের ক্ষতিকর দিকসমূহ সম্পর্কে বোঝায় এবং বাল্যবিবাহ এলাকার অন্যান্য মেয়ের জন যে ক্ষতিকর সেটাও তারা তাদের বলেন। তারা আরও বলেন যে আপনারা যেভাবে কষ্ট করছেন সেভাবে আপনার সন্তানরাও কষ্ট করুক সেটাই চান? এরপর তারা অনিতার বাবা মাকে **বাল্যবিবাহ রোধকরণে ৮ এপ্রিল সমাবেশ ও** রোড মার্চে অংশগ্রহণ করার জন্য বলেন। সমাবেশ ও রোডমার্চে অংশগ্রহণ করে তারা বাল্যবিবাহের ২১ক্ষতি/কুফল সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে পারেন এবং আরও জানতে পারেন যে তার এলাকায় বাল্যবিবাহের প্রতিরোধকারী টিম আছে। এসব জানার পর তারা বলেন যে “আমারা আসলে সংসারের ভরণপোষণ ও লেখাপড়ার খরচ চালাতে হিমসিম খাচ্ছিলাম তাই বিয়ে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম। এখন আর মেয়েকে বাল্যবিবাহ দেব না।” এভাবেই বাল্যবিবাহের ২১ ক্ষতি থেকে মুক্তি পেল অনিতা রানী।

প্রস্তুতকারী, মোছা:রৌশনারা বেগম, টেকনিক্যাল অফিসার, ইউএসএস,নীলফামারী

টিএফডি- শো

মানুষ যা শুনে তা বেশী দিন ধারন করে রাখতে পারে না। কিন্তু যা স্বচোখে দেখে তা মৃত্যুর আগ পর্যন্ত ভুলার কথা নয়। আবার অনেক সময় সমাজের কিছু সংখ্যক লোক বাস্তবে অনেক কিছু ভালো বা মন্দ দেখলেও তা বুঝতে পারেনা যে, কি করলে ভালো হলো বা কি করেলে মন্দ হলো। তাই এই অসচেতনতার কারনে সমাজের অনেক মেয়ে শিশুকে নির্যাতনের শিকার হতে হচ্ছে। এই নির্যাতনের প্রধান কারন হচ্ছে বাল্যবিবাহ। আর এই বাল্যবিবাহের ফলে কিভাবে মেয়ে শিশুরা নির্যাতিত হয়ে অকালে মৃত্যুবরণ করছে তা ফুটে উঠেছে গার্ল পাওয়ার প্রজেক্টের TFD-Showতে। গার্ল পাওয়ার প্রজেক্টের মূল লক্ষ্য হলো বালিকা ও যুবনারীদের প্রতি জেন্ডারভিত্তিক সহিংসতা হ্রাস। এই লক্ষ্য অর্জনের জন্য নারী নির্যাতন ও বাল্যবিবাহ প্রতিরোধে ডিমলা উপজেলার টেপাখড়িবাড়ী ইউনিয়নে দক্ষিণ খড়িবাড়ী মাস্টার পাড়ার আদর্শ মহিলা সংগঠন (সিবিও) একটি TFD-Show এর আয়োজন করে। এই অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন টেপাখড়িবাড়ী ইউপি চেয়ারম্যান জনাব মোঃ রবিউল ইসলাম (শাহীন)। তিনি TFD-Show দেখে খুবই আবেগ আপ্লুত হয়ে জনসাধারণের উদ্দেশ্যে বলেন, বাল্যবিবাহ দেওয়া আর মেয়েকে গলা টিপে হত্যা করা একই কথা। যদি আপনারা আপনাদের শিশুকে বাঁচতে দিতে না চান তাহলে এতকষ্ট করে বড় না করে আতুর ঘরেই মেরে ফেলেন। তাহলে পরবর্তীতে কোন মেয়ে শিশুকে এত নির্যাতিত হয়ে ধুকে ধুকে মরতে হবে না। উনার এই উক্তিটি যেন অংশগ্রহনকারী প্রায় ৮০০ জন মানুষ কিছু সময়ের জন্য স্থবির হয়ে পড়েছিল। তিনি আরও বলেন, আমার ইউনিয়নে কেউ যেন বাল্যবিবাহ না দেয় এজন্য আমি নিজের বাজেটে এই TFD-Show টির আয়োজন করবো। পরবর্তীতে তিনি তার অঙ্গীকার মোতাবেক তার ইউনিয়ন পরিষদে TFD-Show এর আয়োজন করেন। এতে করে উক্ত এলাকার উপস্থিত সকল দর্শক প্রতিশ্রুতি দেন যে, তারা কখনো বাল্যবিবাহ দেবে না এবং বাল্যবিবাহ হলে তার প্রতিবাদ করবে। চেয়ারম্যান উপস্থিত সকল মানুষের উদ্দেশ্যে বলেন, আসুন আমরা সকলেমিলে দেশ ও দশের জন্য একটি সুন্দর সুষ্ঠ সমাজ ব্যবস্থা গড়ে তুলি যা আগামী দিনের দর্শন রূপে কাজ করবে।

প্রস্তুতকারী

মোছা: শাহানাজ বেগম
টেকনিক্যাল অফিসার,
ইউএসএস,নীলফামারী

সব বাধা পেরিয়ে ঝরনা

নীলফামারী জেলার জলঢাকা উপজেলার বামনাবামনি গ্রামের মেয়ে ঝর্ণা আক্তার। সে উদয়াঙ্কুর সেবা সংস্থা (ইউএসএস)-এর গার্ল পাওয়ার প্রকল্পের খুটামারা বালিকা ও যুব নারী ফোরামের একজন সক্রিয় সদস্য। তার সহপাঠীদের অনেকে হয়েছেন বাল্য বিবাহের শিকার। দুবছর আগে তারও বিয়ে হতে বসেছিল। কিন্তু আত্ম-বিশ্বাসী ঝর্ণা যুব নারী ফোরাম ও শিশু দলের সহযোগিতায় সে বিয়ে ভেঙ্গে দিতে সক্ষম হয়। লেখাপড়া শিখে বড় হওয়া যার অদম্য বাসনা তাকে যে কেউ আটকে রাখতে পারে না তার অনন্য উদাহরণ ঝর্ণা। ঝর্ণা ছোট বেলে থেকে ছিল গম্ভীর প্রকৃতির মেয়ে। সমাজ ও মানুষের সাথে কম মিশতো। কিন্ত ফোরাম সদস্য হয়ে জীবণ দক্ষতা প্রশিক্ষণ পেয়ে তার মানসিক পরিবর্তন ঘটে, ঘটে তার মেধার বিকাশ। ফলে সে মানুষের সাথে খোলামেলা মিশতে শুরু করে। সমবয়সীদের সাথে আড্ডায় মেতে উঠে। এ যেন আরেক ঝর্ণা। ফলে লেখাপড়ার পাশাপাশি সে জিপিপি প্রকল্পের ব্যানারে এলাকায় বাল্য বিবাহ প্রতিরোধে সক্রিয় ভূমিকা পালন করে আসছে। বাল্যবিবাহ প্রতিরোধের পাশাপাশি সে খেলাধুলায়ও বেশ সুনাম অর্জন করে। ২০১২ থেকে ২০১৪ টানা তিন বছর ১০০মিটার ও ২০০ মিটার দৌড় এবং লম্ফে আন্তঃস্কুল-মাদ্রাসা ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় উপজেলা ও জেলা পর্যায়ে চাম্পিয়ন হয়ে আসছে ঝর্ণা আক্তার। গত ১৪ জানুয়ারী রংপুর বিভাগীয় পর্যায়ে চাম্পিয়ন হয়ে সবাইকে তাক লাগিয়ে দিয়েছে। কদিন পর ঢাকায় অনুষ্ঠিব্য জাতীয় পর্যায়ে প্রতিযোগিতায় অংশ নেবে সে। আত্নবিশ্বাসী ঝর্ণা সেখানেও প্রথম হতে চায় হতে চায় বাংলাদেশের দ্রুততম মানবী। শুধু তাই নয় জাতীয় পর্যায়ে স্বর্ণ জয়ের চেয়েও তার স্বপ্ন আরও বড়। তার লক্ষ্য সাফ গেমসে স্বর্ণ জয় করা। সুযোগ পেলে বিকেএসপিতে ভর্তি হয়ে একজন ভাল এ্যথলেটিক হতে চায়। এছাড়াও সে ফুটবল ও ক্রিকেটও ভাল খেলে। জলঢাকা উপজেলার বামনাবমনি গ্রামের জহুরুল ইসলাম ও আর্জিনাবেগমের মেয়ে ঝর্ণা আক্তার। তিন ভাই বোনের মধ্যে সে সবার ছোট। দরিদ্র পরিবারে জন্ম নেওয়া ঝর্ণা শৈশব থেকেই অনেক কষ্ট করে লেখাপড়া চালিয়ে আসছে। ঝর্ণা এখন সমাজের বাস্তব অবস্থা উপলব্ধি করতে পারে। তার মতে সমাজের মেয়েরা এখন অনেক পিছিয়ে আছে। তবে অনুকুল পরিবেশ পেলে গ্রামের মেয়েরাও ভাল কিছু করতে পারে। তাই সে তার সাধ্য মত বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজে যুক্ত রয়েছে।

প্রস্তুতকারী

মো:আনওয়ারুল ইসলাম
টেকনিক্যাল অফিসার,
ইউএসএস,নীলফামারী

Walking to wining dream where disabilities no constraint

"I haven't seen smiling face of my daughter from birth, USS created that by providing tailoring training to my disable daughter, where other organizations do not create space for her. Not only she happy but also earning for our family." Stated mother of Lalbanu, Mst. Morium Begum.

Lalbanu is a Daughter Md. Jabed ali and Morium begum who are lived in the Chatnai Bala Para village of Bala Para union under Dimla sub district of Nilphamari District. She is youngest daughter of nine of their poorest family. Lalbanu is a speech impaired from birth. So she is neglect by her families from food care and nursing. As a speech disable she can't expressed her opinion/sorrow-ness except crying. She always searching a work for food but nobody gives her those opportunities. She is lived as a burden person with abusive language. In that situation USS enter this union with Girl power project.

Lalbanu is working at Commercial institute

To hearing the project objective Lalbanu came forward with full attention and involved all related activities. On this connection she has get an opportunities for receiving tailoring training. She has accepted the chance as a turning point of her life. She participated the training with full attention and grow as skill person immediately. As result a tailoring shop give her employment opportunity after finishing the training with tk. 80 per day honorarium. To see her skill a big commercial institute named Student Care offered to her with tk. 200 per day. Now she is working in this institute and earning money for her selves and family. She and her family are very happy and grateful to GPP and USS for creating this initiative for most vulnerable families. Now Lalbanu is seeing a big dream to create that type institute where most vulnerable women especially disable person will involve.

Karate training support Shamoly for regularized schooling

Now Shamoly Akter can go to school regularly due to developing self-confidence by receiving karate training whether shamoly's parents were thinking to stop education of Shamoly due to sexual harassment (eve teasing).

Mst. Shamoly Akter is a daughter of Aminur Rahman & Majeda Begum. They are live in south Titpara under Dimla upazila. Shamoly read in Dimla High school at grade eight. She is a very beautiful girl. As a beautiful girl some immoral boys has harassment to her on the way of schooling. In these circumstances Shamoly's parents stop her schooling and thinking to give marriage. After stop schooling shamoly always stay with sadness. At this moment USS facilitate CSO to select karate participants under GPP and shamoly select as participants of this training. Shamoly completed the training with full attention .This training not only build her confidence as well as parent's confidence.

After that shamoly re starts her schooling. As karate trained girl's immoral boys afraid to tease her and changed their behavior. Shamoly's parents now very happy to continue her daughter schooling. They have canceled their thinking of marriage of shamoly.

Shamoly is receiving karate training

Mst. Majeda Begum,Mother of shamoly stated that, "*We are very happy to regularized shamolys schooling. Karate training helps us to build our confidence, now we are sent my daughter at her school and immoral boys did not tease her. I think this type of training will need for all girls especially extreme poor girl those family's feel insecurity to continue their daughter education."*